B.A 2nd Semester

Paper - BENGALI-HC -2016

Unit – I

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (রামেশ্বর শ')

বাংলা উপভাষা

১। ভাষা কাকে বলে ?

উত্তর : ভাষা হচ্ছে কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে।

২। ভাষা সম্প্রদায় কাকে বলে ?

উত্তর : যে জন সমষ্টি একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে ভাষাবিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষা সম্প্রদায় বলেন।

৩। উপভাষা কাকে বলে, যুক্তিসহ আলোচনা করো। কোনো উপভাষা কখন পৃথক ভাষার মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয় ?

উত্তর : **এক-একটি ভাষা এক-একটি জন সমষ্টির নিজস্ব প্রকাশ মাধ্যম। একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে যে জন সমষ্টি তাকে একটি ভাষা সম্প্রদায় বলে। এক-একটি ভাষা সম্প্রদায় যে ভাষার মাধ্যমে ভাব বিনিময় করে, সেই ভাষারও রূপ সর্বত্র সম্পূর্ণ এক রকম নয়। যেমন, পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলায় একই বাংলা ভাষাই প্রচলিত, কিন্তু এই দুই বাংলায় উচ্চারণ ও ভাষারীতি পুরোপুরি এক নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য একে বলে আঞ্চলিক উপভাষা।**

RITA DEY

উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ-বিশেষ রূপ বা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা (standard language) বা সাহিত্যিক ভাষার (literary language) ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগধারায়গত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে ঐসব বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে। তবে এই পার্থক্য মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে না, যাতে এই আঞ্চলিক রূপগুলি এক একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হয়ে উঠে।

ভাষা এবং উপভাষার প্রধান পার্থক্য শ্রেনিগত নয় মাত্রাগত। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলির উপভাষা নতুন ভাষার মর্যাদা লাভ করে। যেমন, বাংলা ও অসমিয়া একই ভাষারই দুটি উপভাষা ছিল। বঙ্গদেশ এবং আসামের ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য যখন বেড়ে গেল তখন বাংলা এবং অসমিয়া দুটো নতুন পৃথক ভাষারূপে চিহ্নিত হয়। বলা বাহুল্য ভাষা এবং উপভাষার মাত্রার কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। সেই নির্দিষ্ট মানদণ্ড ছাড়িয়ে গেলে কোনো উপভাষাকে পৃথক ভাষার মর্যাদা দেওয়া যাবে, এমন কথা বলার উপায় নেই।

একই ভাষাভাষী এলাকার অন্তর্গত একাধিক অঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিক রূপের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত পারস্পরিক বোধগম্যতা (mutual intelligibility) থাকে ততদিন ঐ আঞ্চলিক রূপগুলিকে বলা হবে উপভাষা। তবে এরও ব্যতিক্রম দেখা যায়।

ভাষার একটি সার্বজনীন আদর্শ রূপ থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা নিজের নিজের অঞ্চলে ঘরোয়া কথায় আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু সাহিত্যে, শিক্ষায়, আইন-আদালতে, বক্তৃতায়, বেতার-সংবাদপত্রে আদর্শ ভাষা ব্যবহার করে। এই রকম প্রায়ই দেখা যায়, একটি আদর্শ ভাষার এলাকার মধ্যে একাধিক উপভাষা প্রচলিত। উপভাষায় সাধারণত লোকসাহিত্য রচিত হয়। উপভাষাগুলিতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, তেমনি এগুলির কোনো ব্যাকরণও সাধারণত লিখিত হয় না। কোনো

RITA DEY

উপভাষায় যখন স্বতন্ত্র সাহিত্য চর্চা ও তার ব্যাকরণ রচনার সচেতন প্রয়াস যখন সংঘটিত হয় তখন সেই উপভাষা ধীরে ধীরে পৃথক ভাষার মর্যাদা লাভ করতে থাকে। (বি. দ্র. Marks বেশি থাকলে সবটা লিখতে হবে।)

৪। সামাজিক উপভাষা কাকে বলে ?

উত্তর : অঞ্চলভেদে একই ভাষার মধ্যে যেমন অল্পস্বল্প পার্থক্য দেখা যায়, ঠিক তেমনি সামাজিক স্তর অনুসারেও একই ভাষাভাষী লোকেদের কথায় অল্পবিস্তর পার্থক্য হতে পারে। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, একজন অধ্যাপক, একজন শ্রমজীবী এবং একজন দাগী আসামির ভাষার উচ্চারণে ও শব্দ ব্যবহারে বেশ পার্থক্য চোখে পড়ে। একই ভাষার মধ্যে সামাজিক স্তরভেদে এই যে পার্থক্য একে সামাজিক উপভাষা বলে।

৪। বাংলা ভাষার প্রধান উপভাষা কয়টি এবং কীকী ?

উত্তর : বাংলা ভাষার প্রধান উপভাষা পাঁচটি। সেগুলি হল--- রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী ও কামরূপী বা রাজবংশী।

৫। সংক্ষেপে বাংলা ভাষার প্রধান উপভাষা গুলির অবস্থানের পরিচয় দাও।

উত্তর : বাংলা ভাষার প্রধান উপভাষা গুলির অবস্থান মোটামুটি এই রকম :

ক) মধ্য-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা রাঢ়ী,

খ) পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা বঙ্গালী,

গ) উত্তরবঙ্গের উপভাষা বরেন্দ্রী,

ঘ) দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশের উপভাষা ঝাড়খণ্ডী এবং

ঙ) উত্তর-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা কামরূপী বা রাজবংশী।

৬। রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

RITA DEY

উত্তর : মধ্য-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা হল রাঢ়ী। এই উপভাষার প্রধান দুটি বিভাগ। পশ্চিম রাঢ়ী—(বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া) এবং পূর্ব রাঢ়ী--- (কলকাতা, ২৪-পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ)। তবে সূক্ষ্ম বিচারে রাঢ়ী উপভাষার ৪ টি বিভাগ।

রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :

১। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

ক) ই, উ, ক্ষ এবং য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'অ'-এর উচ্চারণ হয় 'ও'। যেমন--- অতি > [ওতি] ; ইত্যাদি। অন্য ক্ষেত্রেও অকারের ওকার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন—মন > [মোন] ইত্যাদি।

খ) রাঢ়ীতে স্বরসঙ্গতির ফলে শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত বিষম স্বরধ্বনি সম স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন--- দেশি > দিশি ; ইত্যাদি।

গ) অভিশ্রুতি রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন--- রাখিয়া > রেখে ; করিয়া > কোরে (সুকুমার সেন) ইত্যাদি।

ঘ) শব্দমধ্যস্থ নাসিক্য ব্যঞ্জন যেখানে লোপ পেয়েছে সেখানে পূর্ববর্তী স্বরের নাসিক্যীভবন ঘটেছে। যেমন---বদ্ধ> বাঁধ ; চন্দ্র > চাঁদ ; ইত্যাদি।

ঙ) শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি স্বল্পপ্রাণ উচ্চারিত হয়। যেমন--- দুধ> দুদ্ ; মাছ>মাচ্ ; বাঘ>বাগ্ ; ইত্যাদি।

চ) শব্দের অন্তে অবস্থিত অঘোষ ধ্বনি কখনো কখনো সঘোষ ধ্বনি হয়ে যায়। যেমন--- কাক> কাগ ; ইত্যাদি।

আবার শব্দের অন্তে অবস্থিত সঘোষ ধ্বনি কখনো কখনো অঘোষ ধ্বনি হয়ে যায়। যেমন--- গুলাব > গোলাপ ; ইত্যাদি।

RITA DEY

ছ) 'ল্' কোথাও কোথাও 'ন্' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন --- লুচি > নুচি ; লবণ > নুন ; ইত্যাদি।

২। **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :**

ক) কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনে '-দের' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন--- কর্মকারক—আমাদের বই দাও। ইত্যাদি।

খ) রাঢ়ীতে গৌণ কর্মের বিভক্তি হচ্ছে '-কে' এবং মুখ্য কর্মে কোনো বিভক্তি হয় না। যেমন--- আমি রামকে (গৌণ কর্ম) টাকা (মুখ্য কর্ম) ধার দিয়েছি। ইত্যাদি।

রাঢ়ীতে সম্প্রদান কারকেও '-কে' বিভক্তি ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন--- দরিদ্রকে অর্থদান করো। ইত্যাদি।

গ) অধিকরণ কারকে '-এ' এবং '- তে' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন--- ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে। ইত্যাদি।

ঘ) সদ্য অতীত কালে প্রথম পুরুষে অকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-ল'। যেমন—সে গেল ; ইত্যাদি।

সকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লে'। যেমন—সে বললে ; ইত্যাদি।

অতীত কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লুম'। যেমন— আমি বললুম। ইত্যাদি।

ঙ) মূল ধাতুর সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে সেই 'আছ্' ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীতের রূপ গঠন করা হয়। যেমন--- কর্ + ছি = করছি (আমি করছি), কর্ + ছিল = করছিল (সে করছিল) ইত্যাদি।

RITA DEY

চ) মূল ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপের সঙ্গে ‘আছ্’ ধাতু যোগ করে এবং সেই ‘আছ্’ ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি যোগ করে পুরাঘটিত বর্তমান ও পুরাঘটিত অতীতের ক্রিয়ারূপ রচনা করা হয়। যেমন--- করে + ছে = করেছে (সে করেছে), করে + ছিল = করেছিল (সে করেছিল) ইত্যাদি।

(বি. দ্র. Marks দেখে উত্তর লিখবে।)

....

RITA DEY